

বই	ঈমানের দুর্বলতা
মূল	শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	হাসান মাসরুফ
সম্পাদনা	তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

ঈমানের দুর্বলতা

৩

ঈমানের দুর্বলতা

শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

রুহামা পাবলিকেশন্স

ঈমানের দুর্বলতা

শাইখ সাঈদ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থসূত্র © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশকাল

রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী / ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসাবী

পরিবেশক

খিদমাহ শপ.কম

ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক

khidmahshop.com

wafilife.com

amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ৮০.০০ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

তাল ইহদা

তাদের জন্য—যারা ঈমানের পূর্ণতা লাভ করতে চায়। আর যারা চায়—
এমন কঠিন ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে, যা ঈমানীশক্তিকে নিস্তেজ করে
দেয়।

তুলিফা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ،
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِيهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

নমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তাঁর কাছে হিদায়াত চাচ্ছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের আত্মার কুমন্ত্রণা এবং আমাদের খারাপ আমল হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রানুল।

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”^১

১. সূরা আলে ইমরান: ১০২

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট হক চেয়ে থাক এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।”^২

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।”^৩

ঈমানের দুর্বলতা আজ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই নিজের অন্তঃকরণের কাঠিন্যতা স্বীকার করে। তাদের বক্তব্য এরূপ, আমি নিজের মনের কাঠিন্যতা অনুভব করি। ইবাদত করে মজা পাই না। আমি অনুভব করি যে, আমার ঈমানের শক্তি নেই। কুরআন পড়ে আমি প্রভাবিত হই না। সহজেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

অনেকের মাঝে এ ব্যাধি রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ ব্যাধিই সব বিপদের মূল এবং সব অবনতির কারণ।

অন্তঃকরণের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তঃকরণকে আরবীতে ‘কুলব’- পরিবর্তনশীল বলা হয়েছে। এ কারণেই যে, তা দ্রুত পরিবর্তনশীল। নবী কারীম ﷺ বলেন-

إِنَّمَا سَمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ، وَإِنَّمَا عَمِلَ الْقَلْبُ كَمَثَلِ رِدْشَةٍ مُعَلَّقَةٍ
فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ

“অন্তঃকরণকে কুলব বলা হয়েছে, তা বেশি বেশি পরিবর্তন হওয়ার কারণে। অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো, একটি পাখির

২. সূরা নিসা: ১

৩. সূরা আযযাব: ৭০-৭১

পালকের মতো। যা গাছের ডালে ঝুলানো আছে। বাতাস সেটিকে এদিক ওদিক ঘুরাচ্ছে।”^৪

অপর বর্ণনায় এসেছে অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো, একটি পাখির পালকের মতো; যা মরুভূমিতে পড়ে রয়েছে। বাতাস সেটিকে উলট-পালট করছে।

এটি খুবই পরিবর্তনশীল। যেমনটি রাসূল ﷺ তাঁর এ বাণীতে চিত্রিত করেছেন-

لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ ثَقَلْبًا مِنَ الْقَدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيَاتًا

“আদম সন্তানের অন্তঃকরণ ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল।” অপর বর্ণনায় এসেছে, “ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও বেশি পরিবর্তনশীল।”^৫

মহান আল্লাহ অন্তঃকরণকে পরিবর্তন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে-

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا تَبِينُ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّخْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

“সমস্ত আদম সন্তানের অন্তর মহান থডুর দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তঃকরণের ন্যায়। তিনি একে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, হে অন্তঃকরণকে পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তঃকরণকে আপনার আনুগত্যের পানে ফিরিয়ে দিন।”^৬

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। একমাত্র যারা অনুগত অন্তঃকরণ নিয়ে (আল্লাহর কাছে) উপস্থিত হবে,

৪. মুসল্লালে আহমাদ: ১৯৬৬১ (৪/৪০৮)

৫. আল-মুয়াহ্, ইবনে আবী আসেম: ২২৬; মুত্তপরাকে হাফিম: ৩১৪২

৬. সহীহ মুসলিম: ২৬৫৪

তারা ব্যতীত কিয়ামতের দিন আর কেউই মুক্তি পাবে না। আর যাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ তাআলার স্মরণের ব্যাপারে কঠিন, তাদের জন্য ধ্বংসই অনিবার্য।

একজন মুমিনকে অবশ্যই তার অন্তঃকরণকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সম্ভাব্য ব্যাধি সম্পর্কে জানতে হবে এবং রোগের কারণ বুঝে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে; যেন এতে কালো দাগ না পড়ে এবং তা ধ্বংসের দ্বারথান্বে না পৌঁছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অন্ধ, কঠিন, বন্ধ, রোগাক্রান্ত এবং মোহরমারা অন্তর সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় ঈমানের দুর্বলতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে এর চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা করব। আমি মহান আল্লাহর সমীপে দুআ করি, তিনি যেন এ প্রচেষ্টার দ্বারা আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে উপকৃত করেন এবং এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে নরম করে দেন এবং হিদায়াতের সঠিক পথ দেখান (আমীন)। তিনিই উত্তম অভিভাবক এবং উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

- মুহাম্মাদ সাগেহ আগ-মুনায্জিদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ

০১. পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়া এবং হারাম কাজ করা	১৫
০২. অন্তঃকরণে কাঠিন্যতা অনুভব করা	১৫
০৩. ভালোভাবে ইবাদত না করা	১৬
০৪. আনুগত্য ও ইবাদতে শৈথিল্যতা ও অলসতা প্রদর্শন করা	১৬
০৫. মেজাজের ভারসাম্যহীনতা এবং বক্ষের অপ্রশস্ততা	১৭
০৬. কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া	১৮
০৭. আয়তুল্লাহ তাআলার স্মরণ এবং তাঁর নিকট পার্থনার ব্যাপারে গাফেল থাকার	১৮
০৮. কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হতে দেখলেও জ্রোথের সঞ্চারণ না হওয়া	১৮
০৯. নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসা	১৯
১০. কৃপণতা	১৯
১১. কথা ও কাজে গরমিল	২১
১২. মুসলমান ভাইয়ের বিপদ দেখলে বা কোনো ক্ষতি হলে অথবা ব্যর্থতা দেখলে খুশি হওয়া	২১
১৩. শুধুমাত্র কাজটি অপমানীয় কি না তা ভাবা	২২
১৪. ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং ছোট ছোট নেকীর কাজকে গুরুত্ব না দেওয়া	২৩
১৫. মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়া	২৫
১৬. আত্মত্বের বন্ধন ছিন্তা করা	২৬
১৭. স্বীয়ের কাজে দায়িত্ব পালনের প্রতি অনুভূতি না থাকা	২৬
১৮. বিপদাপদে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া	২৭
১৯. অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করা	২৭
২০. দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও এর প্রতি ঝুঁকি পড়া	২৮
২১. জনশ্রুতিকে বর্ণনার জন্য গ্রহণ করা	২৮
২২. নিজেকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকা এবং বাড়াবাড়ি করা	২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈমানের দুর্বলতার কারণ

০১. ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘ দিন দূরে থাকা	২৯
০২. সৎ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা	৩০
০৩. শরীয়তের জ্ঞান ও ঈমানী বইপত্র থেকে দূরে থাকা	৩০
০৪. গুনাহগারদের মাঝে অবস্থান করা	৩১
০৫. দুনিয়ার মোহে মগ্ন হওয়া	৩২
০৬. ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মেতে থাকা	৩৩
০৭. উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা-বিলাস	৩৬
০৮. অন্তরের কাঠিন্যতা, বেশি খাওয়া, বেশি ঘুমানো, অত্যধিক রাত্রি জাগরণ এবং অনর্থক কথাবার্তা বলা	৩৭

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা

০১. কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা	৪১
০২. মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর বড়ত্ব অনুভব করা	৪৬
০৩. শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা	৫১
০৪. নিয়মিত ইসলামী আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহকে স্মরণকারী দু'আ-দরুদ শিক্ষা করা	৫১
০৫. বেশি বেশি নেক আমল করা এবং এর দ্বারা সময়কে ভরিয়ে ফেলা	৫৩
০৬. বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে আত্মনিয়োগ	৬২
০৭. খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা	৬৩
০৮. বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা	৬৫
০৯. পরকালের মনজিলের কথা স্মরণ করা	৬৮
১০. প্রাকৃতিক কোনো কিছু দেখলে পরকালের চিন্তা করা	৬৯
১১. সর্বদা আল্লাহর যিকির বা তাঁর স্মরণ করা	৭০
১২. মুনাজাত বা একান্তভাবে আল্লাহ তাআলাকে ডাকা	৭২
১৩. কামনা-বাসনা কম করা	৭৩
১৪. দুনিয়াকে নগন্য মনে করা	৭৪
১৫. আল্লাহর নির্দর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৭৪
১৬. মুমিনদের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ..	৭৬

১৭. বিনয়ী হওয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করা	৭৬
১৮. অন্তরের কিছু করণীয় বিষয়: আল্লাহকে ভালোবাসা	৭৬
১৯. আত্মমালোচনা করা	৭৬
২০. আল্লাহর নিকট সর্বদা দূআ করা	৭৭



প্রথম অধ্যায়

দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ

দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমন:

০১. পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়া এবং হারাম কাজ করা: অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পাপ করে এর ওপর অটল থাকে। কেউ কেউ আবার নানান ধরনের পাপ করে থাকে। বেশি বেশি পাপে নিমজ্জিত হলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। জেমান্বয়ে এমন অনুভূতি গড়ে ওঠে যে, পাপ কাজ করতে ভাল লাগে। যেমন, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে—

كُلُّ أُمَّتِي مُعَاقٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْتَلَّ
الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُضِيحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا
فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يُسْتَرُّهُ رَبُّهُ، وَيُضِيحُ
يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

“আমার সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করা হবে। একমাত্র প্রকাশকারী ব্যতীত। প্রকাশকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে রাত্রে পাপ করার পরে আন্বাহ তা গোপন রেখেছেন। কিন্তু সকালে সে বলে, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, তার রব তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন। আর সে ভোরে ওঠে তার ওপর আন্বাহর পর্দা খুলে ফেলল।”^৭

০২. অন্তঃকরণে কাঠিন্যতা অনুভব করা: মানুষ তার অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করে। মনে হয় যেন তা একটি কঠিন পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো কিছুই এর ওপর জিয়া করছে না। মহান আন্বাহ বলেন—

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾

৭. সহীহ বুখারী: ৬০৬৯; সাতত্ব্ব বারী: ১০/৪৮৬

“অতঃপর তোমাদের অন্তর এ ঘটনার পর কঠিন হয়ে গেছে।
এটি যেন পাথরের মতো অথবা এর চেয়েও কঠিন।”^৮

যার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপদেশ দিলে বা কোনো মৃত্যুর ঘটনা, এমনকি জানাযা দেখলেও সে প্রভাবিত হয় না। সে নিজেই জানাযা বহন করল এবং লাশ কবরস্থ করল; কিন্তু এ কবরের ভিতর নিজের গমনাগমনের ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া তার মাঝে সৃষ্টি হয় না।

০৩. ভালোভাবে ইবাদত না করা: যেমন, নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দুআর সময় একাঘ-একনিষ্ঠ না থাকা। দুআ করার সময় এর অর্থের দিকে খেয়াল না করা, মনে হয় যেন এমনিতেই তা মুখে আওড়িয়ে যাচ্ছে; যদিও সে এ দুআ নির্দিষ্ট সময়ে মাসনূন তরীকায় পাঠ করে থাকে। মহান আল্লাহ গাফেল ও উদাসীন ব্যক্তির দুআ কবুল করেন না।^৯

০৪. অনুগত্য ও ইবাদতে শৈথিল্যতা ও অলসতা প্রদর্শন করা: সঠিক সময়ে ইবাদত করে না। আর যদি ইবাদত করে; তবে তাতে প্রাণ থাকে না। মহান প্রভু মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন-

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى﴾

“বস্ত্রত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে।”^{১০}

ইবাদতের সময় পার হয়ে গেলে এর জন্য তাদের মনে কোনো কষ্ট অনুভব হয় না। হাজ্জ আদায় করে না। জামাতে নামাজ আদায় করে না। উপরন্তু জুমার নামাজেও দেরি করে। রাসূল ﷺ বলেন-

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ

৮. সূরা বাকার: ৭৪

৯. সূরানে তিরমিহী: ৩৪৭৯

১০. সূরা নিসা: ১৪২